ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

◀◀ বিয়ে বাড়িতেই অমিতাভ-জয়ার পা ছুঁয়ে প্রণাম শাহরুখের

পৃঃ ৫

পাওলিনিকে হারিয়ে ▶▶ উইম্বলডনের নতুন রানী ক্রেইচিকোভা

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ১৯৬ ● কলকাতা ● ০৩ শ্রাবণ, ১৪৩১ ● শুক্রবার ● ১৯ জুলাই, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

এবার শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ অর্জুনকে সতর্ক করলেন সুকান্ত,

গোষ্ঠী কোন্দলের আশঙ্কায় বিজেপি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্যকে বুধবার 'খারিজ' করে দিয়েছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। নরেন্দ্র মোদী সরকারের স্লোগান শুভেন্দু 'পাল্টে' দেওযার পরে সুকান্ত প্রকাশ্যেই বলেছিলেন, দল ওই বক্তব্য 'অনুমোদন' করে না। যা সতর্কীকরণেরই নামান্তর বলে রাজ্য বিজেপির অনেকের অভিমত।ভোটের পর থেকে বিজেপির একের পর এক নেতা প্রকাশ্যে যে সব মন্তব্য করেছেন, তা দলের জন্য বিড়ম্বনার। যা নিয়ে তৃণমূল নেতা কুণাল সুকান্তকে রসিকতার সুরে খানিক কটাক্ষই করেছেন। তাঁর কথায়, "মনে হয় সুকান্ত মজুমদার অর্জুনকে দূর থেকে সতর্ক করেছেন। আগামী দু'তিন মাস হয়তো বিজেপির রাজ্য সভাপতি ব্যারাকপুর এলাকায় পা রাখবেন না। অন্য কোথাও যেতে হলেও ঘুরপথ ধরে যেতে হবে।"বৃহস্পতিবার বিজেপির অভ্যন্তরে 'শুভেন্দু-ঘনিষ্ঠ' হিসেবে পরিচিত ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংহকেও সতর্ক করলেন সুকান্ত। যা রাজ্য বিজেপির অভ্যন্তরীণ সমীকরণের নিরিখে 'তাৎপর্যপূর্ণ'।

বিজেপির এই 'অন্তর্কলহের' আবহে শুভেন্দু-সুকান্ত দ্বন্দ্ব উস্কে দিতে চেয়েছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। তাঁর কথায়, "শুভেন্দু আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বিজেপিতে গিয়েছেন। আমাদের নেতানেত্রীর বিরুদ্ধে কুৎসা করছেন। কিন্তু এটাও ঠিক যে, রাজ্যে একমাত্র শুভেন্দুই বিজেপিকে ভাসিয়ে রেখেছেন। নেতা হিসেবে শুভেন্দুর জুতো পালিশ করার যোগ্যতাও সুকান্তদের নেই।"বঙ্গ বিজেপির রাজ্য কমিটির বর্ধিত কর্মসমিতির সভা ছিল বুধবার। সায়েন্স সিটিতে সেই বৈঠকের অবকাশে সংবাদমাধ্যমের সামনে অর্জুন দলের সাংগঠনিক দুর্বলতাকে নিশানা করেছিলেন। ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ বলেছিলেন,

এরপর ৩ পাতায়

আবার ফের ট্রেন দুর্ঘটনা,

এবার উত্তরপ্রদেশের গোন্ডায়

বেবি চক্রবর্ত্তী, উত্তরপ্রদেশ: নিউজ সারাদিন : কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের পর এবার গোন্ডায় আসছে ট্রেন দুর্ঘটনার তথ্য। ডিব্রুগড় এক্সপ্রেসের বগি লাইনচ্যুত। ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ায় যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। খবর পেয়ে তৎপর হয়ে ওঠে রেলওয়ের টিম। এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। ত্রাণ ও উদ্ধার তৎপরতা শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশের গোন্ডায় একটি ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটেছে। চণ্ডীগড় থেকে ডিব্রুগড়গামী ডিব্রুগড় এক্সপ্রেসের বগি লাইনচ্যুত হয়েছে প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, ১০ থেকে ১২টি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। ডিব্রুগড় এক্সপ্রেসের এসি কোচের অবস্থা খারাপ। গোন্ডার কাছে ঝিলাহি রেলস্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হয়েছে ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস। ট্রেন লাইনচ্যুত হলে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। লোকজন ভয়ে চিৎকার করতে থাকে। ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীরা বেরিয়ে আসেন। তবে এ দুর্ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে রেল বিভাগ। রেলওয়ে বিভাগকে দেওয়া তথ্য ১৫৯০৪- ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস চণ্ডীগড় থেকে ডিব্রুগড় পর্যন্ত চলে। বৃহস্পতিবার রাত ১১টা ৩৯ মিনিটে চণ্ডীগড় ছেড়েছিল এই ট্রেন।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম ইডির কয়লা পাচার মামলায়

তলবের বিষয়ে সর্বোচ্চ আদালতের ভর্ৎসনার মুখে ইডি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম ইডির কয়লা পাচার মামলায় তলবের বিষয়ে সর্বোচ্চ আদালতের ভর্ৎসনার মুখে ইডি। ২০২২ সালের ১৭ মে বলা হয়েছিল কোনও কোঅ্যার্সিভ অ্যাকশন নেওয়া যাবে না আবেদনকারীর বিরুদ্ধে। কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে তদন্ত এবং তলবও করা যাবে না। তদন্ত কতদূর এগিয়েছে, জানতে চান বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদী। এদিন অভিষেকের আইনজীবী কপিল সিব্বল অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত থাকায়, তাঁদের তরফে বাড়তি সময় চাওয়া হয়। একই সঙ্গে তাঁদের তরফে জানানো হয়, ১৭ মে-র পর ফের তলবই করা হয়নি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁরা জানান, তদন্তে সবরকম সহযোগিতা করা হয়েছে তাঁর মক্কেলের তরফে। পরবর্তী শুনানি ৩১ জুলাই।জবাবে ইডির আইনজীবী আমতা আমতা করে জানান, আগামী শুনানিতে সমস্ত তথ্য তাঁরা দেবেন কোর্টকে। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের ১৭ মে সুপ্রিম কোর্টের আদেশ ছিল, কয়লা মামলায় কোনও কোঅ্যার্সিভ অ্যাকশন নেওয়া যাবে না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এবং তাঁকে দিল্লির বদলে কলকাতায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ☐ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা – ৭০০০২০

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে

৫ টি আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি আগামী আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৪–এর মধ্যে রাজ্যের ৫টি স্থানে একটি করে ৫দিনের আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করবে। আগ্রহীরা পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সচিবকে উদ্দেশ্য করে আবেদন জানাতে পারেন।কর্মসূচি এবং নিয়মাবলি বিশদে নীচে দেওয়া হল।

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগের নাম	তারিখ	স্থান	বিভাগের অন্তর্গত জেলা	সাক্ষাৎকার গ্রহণের সম্ভাব্য তারিখ ও স্থান
১	মালদা বিভাগ	১২ – ১৬ আগস্ট ২০২৪	বহরমপুর	উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ	বহরমপুর ০২.০৮.২০২৪
২	প্রেসিডেন্সি বিভাগ	১৭ – ২১ আগস্ট ২০২৪	বারুইপুর	কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, নদিয়া	আলিপুর (কলকাতা) ০৮.০৮.২০২৪
৩	জলপাইগুড়ি বিভাগ	২৮ আগস্ট – ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৪	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং	কোচবিহার ০৫.০৮.২০২৪
৪	বর্ধমান বিভাগ	০৯ – ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪	বর্ধমান	পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, বীরভূম	পূর্ব বর্ধমান ০৯.০৮.২০২৪
৫	মেদিনীপুর বিভাগ	১৮ – ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪	ঝাড়গ্রাম	বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া	ঝাড়গ্রাম ২২.০৮.২০২৪

যোগ্যতা : বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছর। ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। একজন মাত্র একটি কেন্দ্রের জন্য আবেদন করতে পারবেন, তাঁকে ওই বিভাগের যে কোনো জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। আবেদনে থাকতে হবে – নাম, বয়স, পিতা/মাতার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, প্রথাগত শিক্ষা, লিঙ্গ, বিভিন্ন কলায় পারদর্শীতার অভিজ্ঞতা (যদি থাকে), যোগাযোগের ফোন নম্বর। দিতে হবে আধার কার্ডের কপি ও ১ টি পাসপোর্ট সাইজের ছবি। ২০ /০৭ /২০২৪ এর মধ্যে workshop.pbna@gmail.com –এ মেইল করে আবেদন করবেন। সাক্ষাৎকারের জন্য ডাক পেলে নিজের খরচায় আসতে হবে। নির্বাচিত হলে কর্মশালায় বিনা ব্যয়ে অংশগ্রহণ করা যাবে। শিবির শেষে শংসাপত্র পাওয়া যাবে।

যোগাযোগ : (০৩৩) ২২২৩ -১১৩২

সচিব
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

শরৎ বোস রোডে অ্যাডভান্সড গ্রো হেয়ার এবং গ্লো স্কিন ক্লিনিকের গ্র্যান্ড উদ্বোধন ভোক্তাদের চাহিদা মেটাতে একটি মাইলফলক

কলকাতা, ১৬ জুলাই ২০২৪: নিউজ সারাদিন : অ্যাডভান্সড গ্রোহেয়ার এবং গ্লোস্কিন ক্লিনিক, যা চুল পুনরুদ্ধার এবং ত্বক চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ, একটি বিখ্যাত নাম গর্বের সাথে কলকাতার শরৎ বোস রোডে তাদের সর্বশেষ প্রতিষ্ঠানের গ্র্যান্ড উদ্বোধন করলো। এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান মূলত চিকিৎসা সেবা সরবরাহে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিশ্চিত করে, যা ক্রমবর্ধমান ভোক্তাদের চাহিদা পূরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের ইঙ্গিত দেয়।

অসাধারণ সেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতি মূলক, সুযোগ সম্পন্ন প্রযুক্তি, এবং চুলের পুনঃ বৃদ্ধির জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য সমাধান প্রদানের জন্য নিবেদিত, অ্যাডভান্সড গ্রোহেয়ার এবং গ্লোস্কিন ক্লিনিক চিকিতসার একটি বিস্তৃত বর্ণালী অফার করে যা ক্লিনিকাল এবং নন-ক্লিনিক্যাল উভয় পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করে। এই চিকিৎসা গুলির মধ্যে রয়েছে পারকিউটেনিয়াস এফইউই হেয়ার ট্রান্সপ্ল্যান্ট, স্টেম এক্স ২৭ টি এম (পিআরপি প্রো+), লেজার হেয়ার থেরাপি, কসমেটিক সিস্টেম, জিএফসি ফাইব্রিন টিএম এবং আরও অনেক কিছু, যা সম্পূর্ণ ভাবে ইউএস-এফডিএ অনুমোদিত। চুলের পুনর্গঠন সমাধান ছাড়াও, ক্লিনিকটি প্রদান করে বিভিন্ন অসাধারণ ত্বক চিকিৎসা, যেমন গ্লুটাথিয়ন, হাইড্রা ফেসিয়াল, কিউ সুইচড লেজার, কেমিক্যাল পিল, বোটক্স, ফিলার, থ্রেড লিফট, ফুল বডি লেজার, ফেস পিআরপি, ওয়ার্টস রিমুভাল এবং আরও অনেক কিছু। ক্লিনিকটি অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সম্পন্ন যা বিশ্ব-শ্রেষ্ঠ এস্থেটিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, এবং বিশ্বমানের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সযত্নে পরিচালিত পেটেন্ট করা উচ্চ-সম্পদ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, যা নিশ্চিত করে সামার্থ্যমূলক ফলাফল যা সবসময় প্রত্যাশার উপরে অতিক্রম করে।

জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল, এটি ২০২৪ সালের ১৬ ই জুলাই এর শুভ দিনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বেতা তান্তিয়া, প্রতিষ্ঠাতা ট্র্যাপিজ-কিচেন এন্ড বার, গারো, গারো ট্রাইব, বুনোসিলো, বুনোসিলো এস্টেট কফি রোস্টারের, নারিন্দ্র সুরান্না, চেয়ারম্যান এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডিডেভ প্লাস্টিক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং স্কালপানা ইন্ডাস্ট্রিজ (ইন্ডিয়া) লিমিটেড এবং গেস্ট অফ অনার হিসেবে সরণ ভেল জে, ব্যান্ড ফাউন্ডার এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর, এডভান্সড গ্রোহেয়ার এবং গ্লোস্কিন ক্লিনিক উপস্থিত ছিলেন, এছাড়াও হোস্ট ছিলেন রাজেশ চন্দন, চেয়ারম্যান-জিটো বিসনেস নেটওয়ার্ক , চেয়ারম্যান -ল্যাটিন মার্কিন এন্ড করিবেণ ট্রেড কাউন্সিল, বোর্ড মেম্বার - ন্যাশনাল ট্রেডার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড অফ ইন্ডিয়া। অনুষ্ঠানে ফ্র্যাঞ্চাইজি ওনার্স ও ক্লিনিকের অন্যান্য কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

শরৎ বোস রোডে অ্যাডভান্সড গ্রোহেয়ার অ্যান্ড গ্লোস্কিন ক্লিনিকের উদ্বোধন একটি সাক্ষাৎ যে অ্যাডভান্সড গ্রোহেয়ার এবং গ্লোস্কিন ক্লিনিকের সংকল্পকে প্রতিস্থাপন করে যে তারা তাদের প্রসার বাড়ানোর দিকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং চুল পুনরুদ্ধার এবং ত্বক চিকিৎসা সেবা সম্পর্কে একটি প্রধান অংশ হিসাবে আরও ব্যাপক মানুষদের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য করার প্রতিশ্রুতির প্রমাণ। যেহেতু তারা শিল্পে নতুন মান স্থাপন করে চলেছে, রোগীরা এখানে শরৎ বোস রোডে নান্দনিক ওষুধের ভবিষ্যত অনুভব করার জন্য উন্মুখ হতে পারেন।

শরৎ বোস রোডে অ্যাডভান্সড গ্রোহেয়ার অ্যান্ড গ্লোস্কিন ক্লিনিক এখন চুলের পুনঃ বৃদ্ধি এবং ত্বকের চিকিৎসায় শ্রেষ্ঠত্বের জন্য বিচক্ষণ ব্যক্তির সেবা করার জন্য উন্মুক্ত। আমাদের নতুন প্রতিষ্ঠানে সুস্থতার ভবিষ্যৎ অনুভব করুন এবং সেই রূপান্তর আবিষ্কার করুন যা আমাদের শিল্পে একজন লিডার করে তুলেছে।

টিএভিআর; গুরুতর অর্টিক স্টেনোসিসে আক্রান্ত

বয়স্কদের চিকিৎসায় এক গেম-চেঞ্জার: ডাঃ এস বি রায়

সফল ফলাফল গুলি একাধিক কমরবিড অবস্থা যুক্ত বয়স্ক রোগীদের গুরুতর অর্টিক স্টেনোসিস নিয়ন্ত্রণে টিএভিআর এর কার্যকারিতাকে নিশ্চিত করে

Kolkata, 18 জুলাই, 2024 : নিউজ সারাদিন : ট্রান্সক্যাথেটার অর্টিক ভালভ রিপ্লেসমেন্ট (টিএভিআর) অর্টিক স্টেনোসিস রোগীদের জন্য একটি গেম-চেঞ্জার হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে, এটি সম্প্রতি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনায় স্পষ্ট হয়েছে যখন ৭৯ বছর বয়সী একজন পুরুষ রোগী, যিনি সম্প্রতি শ্বাসকষ্ট সহ গুরুতর অর্টিক স্টেনোসিস নিয়ে ভর্তি ছিলেন, সঠিক ফেমোরাল রুটের মাধ্যমে স্থানীয় অ্যানেস্থেশিয়ার অধীনে তাঁর ওপর একটি সফল টিএভিআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

ট্রান্সক্যাথেটার অর্টিক ভালভ রিপ্লেসমেন্ট (টিএভিআর) পদ্ধতির সুফলের কারণে রোগীর ধীরে ধীরে উন্নতি হয়েছে, তিনি স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করতে সক্ষম হয়েছেন, রক্তচাপ ও হৃদস্পন স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল এবং ২০১৬ সালে উচ্চ রক্তচাপ, অর্টিক স্টেনোসিস এবং একটি স্থায়ী পেসমেকার ইমপ্লান্টেশন সহ এক উল্লেখযোগ্য চিকিৎসার ইতিহাস থাকার পরেও স্থিতিশীল অবস্থায় তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

উন্নত টিএভিআর পদ্ধতি এবং ডিসচার্জের সময় নির্ধারিত ওষুধ রোগীকে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠতে সাহায্য করে এবং তাঁকে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাঁর দৈনন্দিন কার্যক্রমে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয়। একটি ন্যূনতম ইনভেসিভ পদ্ধতির হিসাবে টিএভিআর সুস্থ হওয়ার সময় এবং জটিলতাগুলি হ্রাস করে যা একে উচ্চ-ঝুঁকিযুক্ত রোগীদের জন্য একটি চমৎকার বিকল্প করে তোলে। অর্টিক স্টেনোসিসের এই মারাত্মক অবস্থায় দ্রুত চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, এবং ফলাফল উন্নত করতে ও অস্ত্রোপচারের ঝুঁকি কমাতে টিএভিআর আরো বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে।

"যদিও টিএভিআর এবং অপারেশনের পর ওয়ার্ডে স্থানান্তর করার আগে রোগীকে ২৪ ঘন্টা আইসিইউতে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিল, তবে এটি উপযুক্তভাবে পরিচালনা করা যেতে পারে," বলেছেন কলকাতার আলিপুরের উডল্যান্ডস মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল লিমিটেডের সিনিয়র কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ সুনীল বরণ রায়।

"এই ধরণের ঘটনাগুলি একাধিক কমরবিড অবস্থার যুক্ত বয়স্ক রোগীদের গুরুতর অর্টিক স্টেনোসিস নিয়ন্ত্রণে টিএভিআর এর কার্যকারিতাকে এবং নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করে। কার্যকরী পোস্ট-অপারেটিভ কেয়ার এবং মাল্টিডিসিপ্লিনারি ম্যানেজমেন্ট এই রোগীদের জন্য অনুকূল ফলাফল নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সফল ফলাফলগুলি এই ধরনের উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ রোগীদের মধ্যে একটি মাল্টিডিসিপ্লিনারি পদ্ধতি এবং সজাগ পোস্টোপারেটিভ কেয়ারের গুরুত্বকে তুলে ধরে," উল্লেখ করেন ডাঃ রায়।

ম্যানগ্রোভ নয়, পার্থেনিয়ামে ঢেকেছে সুন্দরবন!

নুরসেলিম লস্কর, ক্যানিং : নিউজ সারাদিন : গাছের অপর নাম হল প্রাণ! কিন্তু সেই গাছের গায়ে এখন হাত দিলে হবে ক্যান্সার! হ্যাঁ, বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও এটাই বাস্তব। তাই সময় থাকতে নিজের সাবধান হয়ে যান এবং অন্যদেরকেও সাবধান করে দিন। নয়তো আগামী দিনে এই গাছের কারণেই গ্রামের পর গ্রাম,শহরের পর শহরে স্কিন ক্যান্সারের মহামারী শুরু হবে! আর এই অতিরিক্ত বিপজ্জনক গাছ কিন্তু বর্তমানে আমার আপনার বাড়ির আস-পাশেই জন্ম নিতে শুরু করেছে। বিশেষ করে বর্তমানে রাস্তার আশপাশে এবং চাষের জমির ধারে ধারে ভর্তি হয়ে গিয়েছে এই বিষাক্ত গাছ। যার নাম পার্থেনিয়াম।

জানা যায়, এই গাছের জন্ম মেক্সিকোতে হলেও তা ধীরে ধীরে আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকার মতো দেশগুলিতে দেখা যেতে যেত, তা এখন এসে পৌঁছে গিয়েছে আমাদের দেশে। যা ইতিমধ্যেই এ দেশের সমস্ত রাজ্যের পাশাপাশি এরাজ্যেও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এমনকি এরাজ্যের প্রত্যন্ত সুন্দরবনেও এই পার্থেনিয়াম এখন প্রচুর পরিমাণে জন্মেছে। বিশেষ করে সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিংয়ে এই ক্ষতিকারক গাছ এখন প্রতি পায়ে পায়ে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সে অতি ব্যস্ততম ক্যানিং রেলস্টেশনের চারপাশ থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দপ্তর ক্যানিং এসডিও অফিসের চারিপাশে, যেখান থেকে রোজ স্কুলের ছোট ছোট শিশুরা থেকে শুরু করে কয়েক লক্ষ সুন্দরবন বাসি প্রতিনিয়ত যাতায়াত করেন। আর যাতায়াতের সময় কোনভাবে যদি এই বিষাক্ত আগাছার সংস্পর্শে কেউ আসেন তাহলে কিন্তু তার অ্যালার্জিজনিত শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা যেমন হাঁপানি, ব্রংকাইটিস, কর্কট রোগ, কন্টাক্ট ডার্মাটাইটিসের মতো রোগে আক্রান্ত হতে পারে সে! এমন কি যদি ভুল করে ঐ আগাছা কে স্পর্শ করে কেউ তাহলে তার শরীরে ক্যান্সার দানা বাঁধার সম্ভাবনা ৪০ শতাংশ! আর মানুষ ও গবাদি পশুর মিউটেজেনিসিটির কারণ হিসেবেও বিবেচনা করা হচ্ছে এই পার্থেনিয়ামকে। এই গাছ বাঁচে তিন থেকে চার মাস। এই সময়ের মধ্যে তিনবার ফুল ও বীজ দেয়। একটি গাছ থেকে হতে পারে চার থেকে পঁচিশ হাজার বীজ। এই বীজ এতটাই ছোট যে খুব সহজেই বাতাসে মিশে যেতে পারে। পার্থেনিয়াম ফসলের উৎপাদনও প্রায় চল্লিশ শতাংশ কমিয়ে দিতে পারে। ১০ মিটার দূর থেকে পার্থেনিয়াম প্রভাব ফেলতে পারে। প্রশাসন থেকে শহরাঞ্চলে স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে পার্থেনিয়ামের বিষক্রিয়া কতটা? কি হতে পারে?তা স্লোগান, ব্যানার, ভিডিও বিভিন্ন সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রচারের চেষ্টা চলছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হলেও এখনো পর্যন্ত সুন্দরবনের ক্যানিং,, বাসন্তী, গোসাবার মতো গ্রামাঞ্চল গুলিতে এখনো এই অতিবিষাক্ত পার্থেনিয়াম সম্পর্কে কোন প্রচার কিংবা কোনরকম সচেতনতা মূলক কোন কর্মসূচি লক্ষ্য করা যায়নি। যেখানে গ্রামাঞ্চলে গুলিতে প্রচার ব্যাপকভাবে দরকার। আর যেখানে এই বিষাক্ত আগাছা কে নির্মূল করতে মাত্র পাঁচ লিটার জলে এক কেজি লবন মিশিয়ে গাছে স্প্রে করলেই পার্থেনিয়াম কে সহজেই নষ্ট হয়ে যায়! সেখানে কেন এখনো স্থানীয় প্রশাসন ঘুমিয়ে রয়েছে? কে জানে? কবে ভাঙ্গবে তাদের ঘুম! তবে প্রশাসন ঘুমিয়ে থাকলেও ঘুমিয়ে নেই ক্যানিংয়ের বাসিন্দা, পেশায় স্কুল শিক্ষক গোপাল সা। তিনি রোজ নিয়ম করে এই বিষাক্ত আগাছা সম্পর্কে বিভিন্ন ভাবে সাধারণ মানুষ কে সচেতন করছেন। সে নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষদের কে ডেকে ডেকে বোঝাচ্ছেন পার্থেনিয়ামের ভয়াবহতা এবং পার্থেনিয়ামের করাল গ্রাসঃ থেকে মুক্তির পথও।আর এবিষয়ে শিক্ষক গোপাল সা অতি- উদ্বেগের সুরে বললেন," সম্পত্তি এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে এই পার্থেনিয়ামের কারনে কিন্তু ৭০ শতাংশ মানুষের চর্মরোগ এবং ৩০ শতাংশ মানুষের শ্বাসকষ্ট জনিত রোগ সৃষ্টি হতে পারে! এমনকি আমাদের ভারতের পুনেতে পার্থেনিয়ামজনিত বিষক্রিয়ায় ফলে এখনো পর্যন্ত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে! তাই আমাদের স্থানীয় প্রশাসনের কাছে আমার আবেদন অবিলম্বে এই অতিরিক্ত বিষাক্ত পার্থেনিয়ামের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে গ্রামে গ্রামে প্রশাসনের তরফ থেকে সচেতনমূলক প্রচার এবং পার্থেনিয়াম নির্মূল প্রক্রিয়াকরণ শুরু করা জন্য। নাহলে কিন্তু আগামীদিনে আমাদেরকে অতি ভয়ংকর দিনের সাক্ষী থাকতে হতে

এরপর ৩ পাতায়

গুজরাটে বেড়েই চলেছে

চাঁদিপুরা ভাইরাস

গুজরাট: নিউজ সারাদিন : বর্তমানে আতঙ্কের অন্যতম নাম এই চাঁদিপুরা ভাইরাস। হু হু করে ছড়াচ্ছে এই ভাইরাসের সংক্রমণ। এখনও পর্যন্ত গুজরাটে ৪ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আরও ১৪ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক গুজরাট স্বাস্থ্য দফতরের (Gujarat Health Department) তরফে জানানো হয়েছে, চাঁদিপুরা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৪ বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গুজরাটের অরাবলি জেলার হিমতনগর গ্রামের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল শিশুটি। সেখানেই মৃত্যু হয়েছে তার। এই ভাইরাসে আরও ২৯ জন আক্রান্ত বলে জানা গিয়েছে।গুজরাটের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রুশিকেশ প্যাটেল বলেন, 'চাঁদিপুরা ভাইরাস ছোঁয়াচে নয়। তবে এই ভাইরাসের পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে।এই ভাইরাস যাতে না ছড়ায় তার জন্য কোমর বেঁধে মাঠে নেমে পড়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ৷১৯৬৫ সালে মহারাষ্ট্রের চাঁদিপুরা গ্রামে প্রথম এই ভাইরাসের হদিশ পাওয়া গিয়েছিল। সেই জন্য এই ভাইরাসের নাম হয় 'চাঁদিপুরা ভাইরাস।' জ্বর, খিঁচুনি, ডায়রিয়া, মাথাব্যথা,বমির মতো কিছু উপসর্গ দেখা যায় এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে।

তড়িঘড়ি আইন পাশ করে গেজেট প্রকাশ করা হয়েছিল। সূত্রের খবর, গত চারমাস ধরে টালবাহনার পর অবশেষে ভাঙড়ের চারটি থানা কলকাতা পুলিশের অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে। আগামী ২ জানুয়ারী ভাঙড় ও উত্তর কাশীপুর থানা ছাড়াও পোলেরহাট ও চন্দনেশ্বর থানার ভারচুয়ালি উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। তার আগে রবিবার থানাগুলি পরিদর্শন করেন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল।

ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে উত্তাল বাংলাদেশ

শুভাশিস ঘোষ : নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশ জুরে কোটা বিরোধী আন্দোলন,মনে করাচ্ছে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসকে। সেদিন ফ্যাসিস্ট পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নিজ মাতৃভাষার স্বীকৃতির দাবিতে উত্তাল হয়েছিল ঢাকার রাজপথ যাই পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল।আজ এই কোটা বিরোধী আন্দোলন সেই ইতিহাসই তুলে ধরছে।এই আন্দোলনের রূপরেখা দেখে বলতে দ্বিধা নেই এটা শুধু কোটা বিরোধী আন্দোলন নয় এটা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের চরম অগণতান্ত্রিক একটি ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের জনরোষ। যেখানে ছবিতে দেখা যাচ্ছে কিভাবে একজন আন্দোলনকারী পুলিশের গুলির সামনে বুক চিতিয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নিচ্ছে।যে ছবি গোটা দুনিয়ার মুক্তি কামী লড়াই সংগ্রামের ইতিহাসকে আরও একবার প্রতিষ্ঠিত করল,যার মর্মার্থ হল,আজও প্রতিবাদ আছে প্রতিরোধ আছে। কিন্তু কেন এই আন্দোলন? সম্প্রতি বাংলাদেশের শেখ হাসিনা সরকার বাংলাদেশের সরকারী চাকরীতে কোটা সিস্টেম চালু করতে চেয়ে আইন এনেছেন। যেখানে ৩০ শতাংশ চাকরি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের জন্য সংরক্ষিত,৫ শতাংশ বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত ও মাত্র ৪৪ শতাংশ সাধারণ চাকরি প্রার্থীদের জন্য রাখা হয়েছে।আর এই বঞ্চনার শিকার হয়েই এখন বাংলাদেশের লাখো লাখো ছাত্রছাত্রী থেকে সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমেছে।এই আন্দোলনের গতি এতটাই তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে যে সেদেশের পুলিশ প্যারামিলিটারি নামিয়েও আন্দোলনকে দমানো যাচ্ছে না। বরং যতদিন যাচ্ছে আন্দোলনের তীব্রতা আরও বাড়ছে। এপর্যন্ত ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে ও ৪০০ আন্দোলনকারী আহত হয়েছে বলে খবরে প্রকাশ। ভারতের পড়শী দেশের এই আন্দোলনের রেশ এদেশেও ছড়িয়েছে।যারই কারণে এদিন বাংলাদেশ কোটা বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন করে এস ইউসি আই পার্টি রাস্তায় মিছিল করে। ঘটনা হল বিগত চার দফায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিন ধরেই বাংলাদেশের মানুষের মনে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে চলেছে। এটাকে মূলতঃ তারই বহিঃ প্রকাশ বলা যায়। ইতিহাস বলছে বাংলাদেশের বাঙালিদের রক্তে এখনো ছোটে।তারা এপার বাংলার মতো ভেজা রক্তের মানুষ নয়।তাই ১৬ কোটি বাংলাদেশীর ভাইরা তাদের দেশের ফ্যাসিস্ট সরকারকে উপড়ে ফেলতে আবার রাজপথে নেমেছে যাকে সাবাস না জানালে মূর্খতা হবে।

ট্রাম্পকে খুনের ছক কষছে ইরান, মত মার্কিন সিক্রেট সার্ভিসের

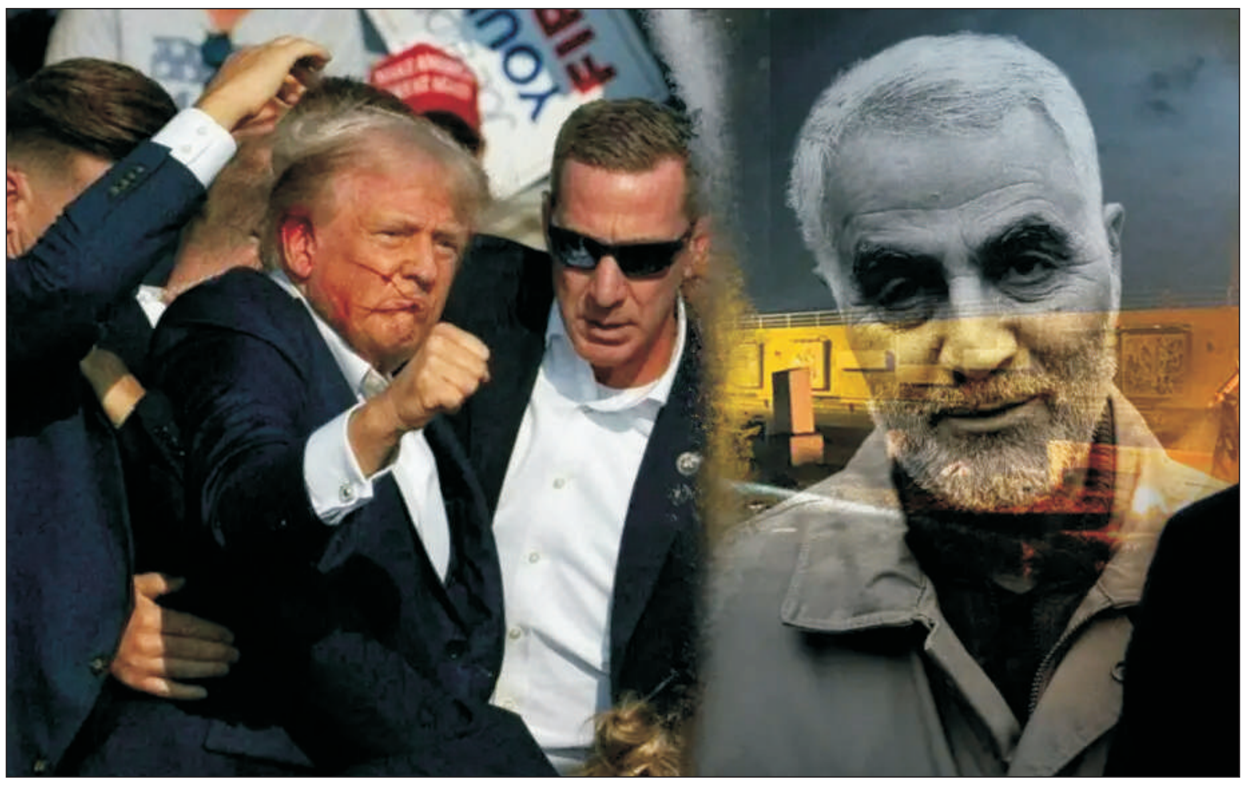

বেবি চক্রবর্ত্তী: নিউজ সারাদিন : গত ১৩ জুলাই, শনিবার নির্বাচনী জনসভায় গিয়ে হামলার শিকার হন ট্রাম্প। দলীয় কর্মীর ছোঁড়া গুলি কান ছুঁয়ে বেরিয়ে যায় বর্ষীয়ান নেতার। সাক্ষাৎ মৃত্যু মুখ থেকে ফিরেছেন তিনি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর প্রাণঘাতী হামলায় হাত রয়েছে ইরানের।ঘটনায় গাফিলতির দায় নিয়েছে মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস। সিক্রেট সার্ভিস জানিয়েছে, এই ট্রাম্পকে নাকি খুনের ছক কষছে ইরান। এনিয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছে তাদের হাতে ট্রাম্পকে খুনের 'মোটিভ' এখনও পরিষ্কার নয়, তদন্ত চলছে ট্রাম্পের সঙ্গে যে ইরানের সম্পর্ক মোটেই ভালো নয় তা কারও অজানা নয়। দেশের শীর্ষ সেনাকর্তা কাশেম সোলেমানির হত্যার মামলায় ট্রাম্পের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে ইরান। কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, তেহরান জানে ট্রাম্প ক্ষমতায় ফিরলে ফের ইরানে হামলা চালাবেন।প্রেসিডেন্ট বাইডেনের প্রশাসনের কাছে আগে থেকেই খবর ছিল যে, ট্রাম্পকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে ইরান। এমনকী ট্রাম্পের বিরুদ্ধে নানা হিংসামূলক ঘটানতেও তেহরানের হাত ছিল বলেও নাকি সতর্ক করা হয়েছিল মার্কিন গোয়েন্দাদের। এমনকি পেনসিলভ্যানিয়া সভার আগে সিক্রেট সার্ভিসকে ইরানের হুমকির বিষয়ে অবগত করা হয়েছিল। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই ট্রাম্পের নিরাপত্তাও বাড়িয়ে দেওয়া হয়।তবে ট্রাম্পের উপর হামলায় ইরানের হাত রয়েছে কি না, তা নিয়ে নিশ্চিত নয় মার্কিন প্রশাসন। পাশাপাশি রাষ্ট্রপুঞ্জে ইরানের ইসলামিক রিপাবলিকের এক মুখপাত্র বলেন, 'আমাদের চোখে ট্রাম্প এক জন অপরাধী। তাঁর নির্দেশে সোলেমানিকে হত্যা করা হয়েছিল। সেই অপরাধের জন্য তিনি শাস্তি পাবেন ঠিকই। কিন্তু সেটা আইনের পথে। বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে ট্রাম্পকে শাস্তি দিতেই বদ্ধপরিকর ইরান।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ৩ জানুয়ারি বাগদাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ড্রোন হামলায় 'কাডস ফোর্স'-এর কমান্ডার জেনারেল কাশেম সোলেমানির মৃত্যু হয়।অভিযোগ, এই হামলার জন্য দায়ী তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও অন্য মার্কিন আধিকারিকরা।

১-ম পাতার পর

এবার শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ অর্জুনকে সতর্ক করলেন সুকান্ত, গোষ্ঠী কোন্দলের আশঙ্কায় বিজেপি

"বাংলায় ভোট করাতে হয়। ভোট করাতে গেলে সংগঠন দরকার। ঘরে বসে শুধু আলোচনা করলে হবে না। মাঠে-ময়দানে তা বাস্তবায়িত করতে হবে।" অর্জুনের সেই বক্তব্য যে রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক দায়িত্বে-থাকা নেতাদের উদ্দেশে ছিল, তা বুঝতে কারও অসুবিধা হয়নি। বৃহস্পতিবার অর্জুনের সেই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে সুকান্ত বলেন, "দলের কথা দলের মধ্যেই বলা উচিত। সংবাদমাধ্যমের সামনে বলা উচিত নয়।" সুকান্তের কথায়, "বলার হলে অনেক জায়গা রয়েছে। সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা, বাংলার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা সুনীল বনসল, মঙ্গল পাণ্ডে, অমিত মালবীয়েরা আছেন। সর্বভারতীয় সংগঠন সম্পাদকও রয়েছেন। তাঁদের বলুন।" বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন, "কোনও এলাকায় যদি সংগঠন দুর্বল হয়, তার দায় নিচুতলার কর্মী থেকে উপরতলার সকলের। দায় তো আমাদেরও। আমাদের দায় নেই?"

অর্জুনের পাশাপাশি বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ-ও সংগঠন নিয়ে বুধবার সংবাদমাধ্যমের সামনেই খোলাখুলি প্রশ্ন তুলেছিলেন। অনেকের মতে, বৃহস্পতিবার অর্জুন, সৌমিত্র দু'জনকেই সতর্ক করতে চেয়েছেন সুকান্ত। এলাকার সংগঠনের 'দুর্বলতা'র দায় যে সংশ্লিষ্ট এলাকার নেতাদেরই, তা-ই বুঝিয়ে দিয়েছেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত। উল্লেখ্য, গত বার জেতা ব্যারাকপুর আসনটি এ বার হেরে গিয়েছে বিজেপি। গত বার বিজেপির টিকিটে অর্জুন জিতলেও এ বার আর পারেননি। তবে মাঝে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। তৃণমূলের টিকিট না পেয়ে ভোটের ঠিক আগে আগে ফিরে যান বিজেপিতে। ফের তাঁকেই টিকিট দেয় পদ্মশিবির। বিজেপির অভ্যন্তরের বক্তব্য, শুভেন্দুর 'হস্তক্ষেপ' না-থাকলে অর্জুনের ভোটের অব্যবহিত আগে ব্যারাকপুরে টিকিট পাওয়া এত সহজ হত না। বস্তুত, অর্জুন বিজেপিতে যোগও দিয়েছিলেন দিল্লি গিয়ে। রাজ্যে নয়। বিজেপির অনেকে মনে করছেন,এলাকায় দুর্বল সংগঠনের' কথা বলে ঠারেঠোরে সুকান্ত ব্যারাকপুরের হার নিয়ে অর্জুনকেই প্রশ্নের মুখে ফেলতে চেয়েছেন।

উত্তরপ্রদেশ বিজেপিতে কি বড়সড় বদল আসতে চলেছে

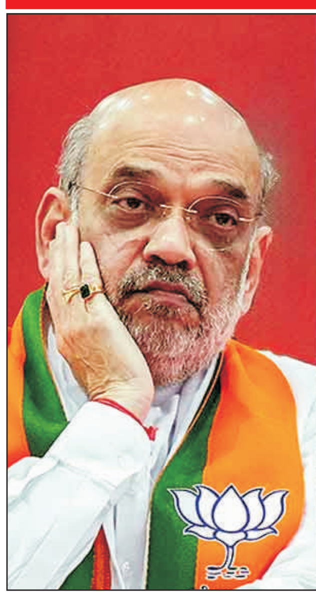

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : উত্তরপ্রদেশ বিজেপিতে কি বড়সড় বদল আসতে চলেছে? যোগীর মন্ত্রিসভাতেও রদবদল? গত দুদিনের ঘটনাচক্রে তেমনই ইঙ্গিত মিলছে। শোনা যাচ্ছে, লোকসভায় উত্তরপ্রদেশে ভরাডুবির জেরে যোগীর ক্ষমতায় রাশ টানতে চলেছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।যদিও সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী বদলের কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে যোগীর মন্ত্রিসভায় বড়সড় রদবদল হতে পারে। মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন মন্ত্রীকে বরখাস্ত করা হতে পারে। তাঁদের বদলে আনা হতে পারে নতুন মুখ। এমনকী দলের সংগঠনেও রদবদল হতে পারে। উত্তরপ্রদেশ বিজেপির প্রভাবশালী নেতা তথা যোগী মন্ত্রিসভার প্রভাবশালী মন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য প্রকাশ্যে বলে দিলেন, "সবসময় মনে রাখতে হবে সরকারের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন।" তাঁর নিশানায় মূলত ছিলেন যোগী আদিত্যনাথই । সেই মন্তব্যে উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে আলোড়ন পড়ে যায়। তার পর মঙ্গলবার কেশব প্রসাদ মৌর্য সোজা চলে আসেন দিল্লিতে। দলের রাজ্য সভাপতি চৌধুরী ভুপেন্দ্র সিংও তাঁর সঙ্গে ছিলেন।নাড্ডার কাছে মৌর্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে দলের সংগঠনে বড়সড় রদবদলের দাবি জানিয়ে যান। স্পষ্ট বলে দেন, রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উচিত উত্তরপ্রদেশে মনোনিবেশ করা। একই সঙ্গে যোগী মন্ত্রিসভাতেও রদবদলের দাবি জানিয়েছেন তিনি। তাতে সায় দেন উত্তরপ্রদেশ বিজেপির সভাপতিও। বুধবার ফের বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিল্লি যান। এবার তিনি দেখা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে। রাতেই শাহ চলে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে। এদিকে লখনউতেও শুরু হয়ে যায় টানাপোড়েন। সন্ধের দিকে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ হঠাত রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেলের সঙ্গে দেখা করেন। জল্পনা শুরু হয়ে যায় তাহলে কি মুখ্যমন্ত্রীর পদেও বদল আনতে চলেছে বিজেপি।

স্রোত বিহীন জলঙ্গিতে একঝাঁক জলময়ূর

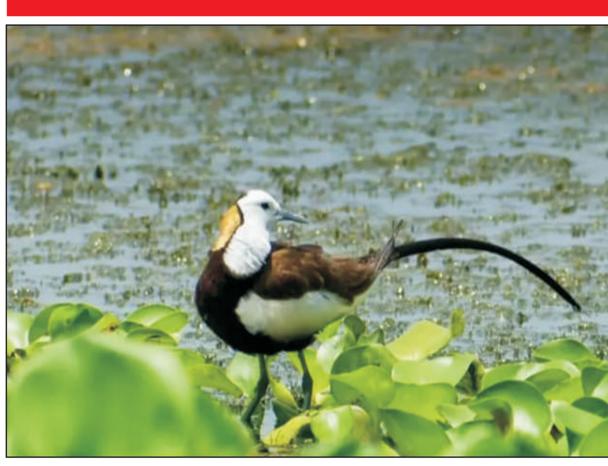

বেবি চক্রবর্ত্তী: নিউজ সারাদিন : কচুরি পানায় বুজে জলঙ্গি নদী, স্রোতবিহীন নদীতে দেখা মিলল একঝাঁক জলময়ূরের। ভিনদেশি এই পাখিকে দেখতে রোজই জলঙ্গির ধারে ভিড় জমাচ্ছেন উৎসাহী মানুষজন। পরিযায়ী এই ভিনদেশি পাখির আগমনে একদিকে যেমন খুশি পরিবেশপ্রেমী ও পক্ষীপ্রেমীরা, অন্যদিকে চোরাশিকারিদের আশঙ্কায় সিঁদুরে মেঘ দেখছেন তাঁরা।নদীতে বদ্ধ জলাশয়ের পাখির উপস্থিতি আসলে নদীর পক্ষেই নেতিবাচক বলে মনে করছেন পরিবেশপ্রেমীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েক দিন ধরে তেহট্টের বিভিন্ন জায়গায়

এরপর ৪ পাতায়

২ পাতার পর

ম্যানগ্রোভ নয়, পার্থেনিয়ামে ঢেকেছে সুন্দরবন!

পারে "। আর এবিষয়ে ক্যানিং মহাকুমা শাসক প্রতীক সিংয়ের সাথে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি প্রশ্ন শুনে বললেন,"আমি ঠিক শুনতে পাচ্ছি না!একটু পরে আবার কল করছি!" বলে ফোন কেটে দিলেন। তার পর আর তিনি ফোন করেননি এবং পরে আবার ফোনে যোগাযোগ করা হলেও তিনি আর ফোন রিভিস করেননি তার পর ওঁনার হোয়াটস্যাপেও এসএমএস করা হলেও তিনি তারও কোন উত্তর দেননি।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ১৯৬ সংখ্যা ১৯ জুলাই, ২০২৪ শুক্রবার ০৩ শ্রাবণ, ১৪৩১

বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জেরে

তুমুল বিক্ষোভ

মালদহ: নিউজ সারাদিন : মানিকচক রাজ্য সড়ক অবরোধ। টায়ার জ্বেলে বিক্ষোভ। একই দাবিতে মানিকচকের বিভিন্ন জায়গায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি চালায় বিক্ষোভকারীরা। বন্ধ যান চলাচল। ব্যাপক দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়। উত্তপ্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ। ঘটনার খবর পেয়ে মানিকচক থানার পুলিশ পৌঁছালে পুলিশের গাড়ি ও ভাঙচুর করে উত্তেজিত জনতা। ঘটনায় বেশ কিছু পুলিশ কর্মী ও আহত হয়েছে বলে জানা গেছে সূত্রের খবরে। মালদহের মানিয়াচকের এনায়েতপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকার ঘটনা।

ক্ষিপ্ত স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রায় প্রত্যেকদিন বিগত কিছুদিন ধরে দিন ও রাতে মধ্যে দফায় দফায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট চলছে মানিকচকে। প্রচন্ড গরমের মধ্যে বিদ্যুতের অভাবে চরম কষ্টে পড়তে হয়। পাশাপাশি পানীয় জলের সমস্যা, চাষবাসের সমস্যা,এমনকি দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফলে শিশু, বৃদ্ধসহ অসুস্থ মানুষজন সমস্যায় পড়ছেন। বারবার বিদ্যুৎ দপ্তরে জানিয়েও কোনও ফল হয়নি। উল্টে গতকাল রাতে মানিকচক বিদ্যুৎ দপ্তরে সমস্যা জানাতে গেলে বাসিন্দাদের পুলিশ দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ এনায়েতপুরের বাসিন্দাদের। এসবের প্রতিবাদে সকাল থেকে শুরু হয়েছে লাগাতার বিক্ষোভ, অবরোধ। ঘটনাস্থলে মালদা জেলা পুলিশ সুপার সহ উচ্চপদস্থ কর্তারা এবং বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে।

সম্পাদকীয়

মানুষ দেড়শ বছর বাঁচতে পারে গবেষণায় জানা যায়

৬০ বছর বয়স হলেই আমরা মৃত্যুর প্রহর গুনতে থাকি। সাধারণত মানুষ ৬০-৭০ বছর পর্যন্ত বাঁচলেও সেটিই মানুষের জীবনকালের শেষ সীমারেখা নয় বলে দাবি করেছে 'রয়্যাল সোসাইটি ওপেন সায়েন্স জার্নাল' এ প্রকাশিত একটি গবেষণা। মার্কিন সায়েন্স ম্যাগাজিন 'সায়েন্টিফিক আমেরিকান'ও এ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।এর উদাহরণও রয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য অংশের তুলনায় জাপানের মানুষের জীবনকাল তুলনামূলক বেশি। এর কারণ তাদের জীবনব্যবস্থা। আধুনিক সময়ের মানব ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি দিন যিনি বেঁচেছিলেন ফরাসি নারী জেনি ক্যালমেন্ত। ১৯৯৭ সালে যিনি প্রয়াত হয় ১২২ বছর বয়সে। দ্বিতীয় ঘটনাটির চরিত্র জাপানের কানে তানাকা। যিনি এখন ১১৮ বছর বয়সেও দিব্যি তরতাজাই রয়েছেন। তাই চাইলেই শতবছর বাঁচতে পারেন আপনিও।

এই গবেষণার মূল বিষয়বস্তুই ছিল, মানুষ সর্বোচ্চ কতদিন বাঁচতে পারে, তা বের করা। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে ১৩টি দেশের ১০৫-১১০ বছরেরও বেশি বয়সী এক হাজারের বেশি নারী-পুরুষের তথ্য খতিয়ে দেখেছেন গবেষকরা। পাশাপাশি বিভিন্ন বয়সীদের গত ৬০ বছরের আয়ুষ্কাল সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি দেখেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তারা।

গবেষণা বলছে, যদি আমরা কোনও অপঘাতে না মারা যাই এবং আমাদের জীবন ব্যবস্থাকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখতে পারি তাহলে খুব সহজেই ১৩০-১৫০ বছর পর্যন্ত বাঁচা সম্ভব। মূলত ৩০-৪০ বছরের পর থেকেই স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হলে যে কেউই পেতে পারেন লম্বা আয়ু। তবে বাস্তবিকভাবে মানুষের আয়ুর কোনও শেষ সীমা নেই।আসলে বয়স বাড়ার সাথেসাথে আমাদের শরীরের কোষগুলো দুর্বল হতে শুরু করে। সেই সাথে অস্বাস্থ্য জীবনব্যবস্থার কারণে ডায়াবেটিস ও হৃদযন্ত্র সংক্রান্ত নানা অসুখে জর্জরিত হই আমরা। এছাড়াও বর্তমানে দূষিত বায়ু বা পরিবেশ দূষণ তো আছেই। এর মধ্যেও যদি স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও সুস্থ জীবনব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়, তাহলে অসুখ-বিসুখ কম হয়ে আমাদের আয়ু আরও বাড়বে বলে মনে করছে এই গবেষণা।

৩ পাতার পর

স্রোত বিহীন জলঙ্গিতে একঝাঁক জলময়ূর

কচুরিপানায় ভর্তি জলঙ্গি নদীতে জলময়ূর দেখা যাচ্ছে। ফেজ্যান্ট প্রজাতির এই পাখির শারীরিক গঠনে ময়ূরের বদলে বরং ডাহুক পাখির সঙ্গে বেশ মিল। সেইসঙ্গে লেজটি বেশ লম্বা। এই পাখি সাধারণত মিষ্টি জলে থাকে। এরা জলে ভাসমান উদ্ভিদের পাতার উপর ডিম পাড়ে। সাধারণত জল ময়ূর বড় বড় পুকুর বা স্রোতহীন জায়গায় দেখা যায়, কিন্তু জলঙ্গি নদীতে এই পাখির দেখা পাওয়ায় অবাক পরিবেশ কর্মীরা। তাঁদের ধারণা, নদীর অবস্থা খুব খারাপ, স্রোত নেই, সেই কারণে এই পাখির দেখা মিলেছে। ময়ূরের মতো দেখতে এই পাখি মূলত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দেখতে পাওয়া যায়। মূলত হ্রদ, বিল, মিষ্টি স্রোতহীন জলে বসবাস এদের। সাধারণত শীতকালে ঝাঁক বেঁধে থাকে কিন্তু গ্রীষ্মকালে জোরায় বা একা থাকে। এরা ভাসমান পাতার উপর হেঁটে হেঁটে জলজ পোকামাকড়, জলজ উদ্ভিদের কচিপাতা, অঙ্কুর ও বীজ খেয়ে জীবনধারণ করে।সাধারণত নেউ, নেউপিপি ও মেওয়া নামে এই তিন প্রজাতির জলময়ূর দেখতে পাওয়া যায়। এদের বৈজ্ঞানিক নাম হায়দফাসিয়ানো চিরুরগাস। পাখিগুলিকে কেউ যাতে বিরক্ত না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখছে পরিবেশপ্রেমী ও পক্ষী প্রেমীরা। ইতিমধ্যেই নদী তীরবর্তী এলাকায় পাখি শিকারীদের ঘোরাঘুরি করতে দেখা গিয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। এলাকার পরিবেশ কর্মীরা জানান, "এদের যদি সংরক্ষণ করা হয় তাহলে বংশবৃদ্ধি হবে। আমাদের দাবি, বিষয়টি নিয়ে সরকার ভাবনাচিন্তা করুক। অবিলম্বে এদের এই এলাকায় সংরক্ষণ করা ও কারও দ্বারা যাতে এদের ক্ষতি না হয় তার ব্যবস্থা করা হোক।"

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জুড়ে বিস্তৃত এই ভারতীয় সুন্দরবনের এলাকা।এই সুন্দরবন লাগোয়া শহরকেন্দ্রিক বন্দর ক্যানিংয়ে এসে লর্ড ক্যানিং ব্যবসা শুরু করেছিল।ব্রিটিশ সরকারের আমলে ,সেই সরকারের পদাধিকারীরা সুন্দরবনের ঘুরে দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতন বিশ্বকবি হ্যামিলনের জন্য সুন্দরবনের এসেছিলেন।তবে সুন্দরবনকে নিয়ে বহু সাহিত্যিক, কবি ও লেখক এবং গবেষক বিভিন্ন বই লিখেছেন। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আজকের দিনেও মানুষ সেবায় শ্রেষ্ঠতা তিনি মাদার টেরিজা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

বিজ্ঞানের যুগে মহামারী এমনই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হবে আমরা কেউ কোনোদিন ভাবতে পারিনি। এমনি কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে সারা বিশ্বে লকডাউন চলছে এর হাত থেকে রেহাই পায়নি আমাদের বাংলাও।সীমিত সময়ের জন্য নিজের পেশার তাগিদে মাঝেমধ্যে বেরাতে হচ্ছে, বেশিরভাগ সময় ঘরের মধ্যে আবদ্ধ জীবন যাপন করছি। তেমনি কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে মনে পড়ে যায় ছোটবেলার দিনগুলো নবম শ্রেণীর ছাত্র মাদার দেখ আছে কথা।আমি তখন টেরিজা কে নিয়ে সমালোচনার ঝড় ভারতবর্ষের ইতিহাসে বইছে।তখন থেকে জানার ইচ্ছাটুকু আরো প্রবল হয়ে গেছিল কে মাদার টেরিজা।আজকের এই পরিস্থিতিতে মাদার টেরিজার কথা খুব মনে পড়ে যায় ও আমার দেখা ছোটবেলার দিনগুলো।চেনা সেই নদীর পারে ছোট্ট একটি মাটির কুঁড়েঘর, নদীটির নাম ছিল আঠারোবাকি। সরদার পরিবার সুন্দরবনের হেদিয়া আবার জঙ্গলটা কে হাসিল করে বাসযোগ্য জমি করে তুলেছিল ইংরেজদের আমলে।এখানে বসবাস করত সদানন্দ সরদার ও তার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা, সদানন্দ **ক্রমশঃ**

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

পুলিশি হয়রানির প্রতিবাদে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হলো

পোল্ট্রি মুরগির পরিবহনে ব্যবহৃত গাড়ি পরিষেবা

শিলিগুড়ি: নিউজ সারাদিন : পুলিশের হয়রানের প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে পোল্ট্রি মুরগি পরিবহনের সাথে যুক্ত ব্যবসায়ীদের অনির্দিষ্টকালের জন্য পরিষেবা বন্ধ রেখেছে। যার কারণে ইতিমধ্যেই বাজারে তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। দক্ষিণবঙ্গে এই বন্ধের কারণে ইতিমধ্যে বাজারে যেমন প্রভাব দেখা গিয়েছে। সেই প্রভাব উত্তরবঙ্গের বাজারে এখন পর্যন্ত না দেখা গেলেও ব্যবসায়ীরা আশঙ্কা করছে যেভাবে পুলিশি হয়রানি বেড়ে চলেছে এর যদি কোনরকম ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে ভবিষ্যতে উত্তরবঙ্গে যে সমস্ত গাড়ির মালিকরা এই ব্যবসার সাথে যুক্ত রয়েছে তারাও বন্ধে সামিল হতে বাধ্য হবে। সেরকম পরিস্থিতি দাঁড়ালে বাজারে তার প্রভাব পড়বে বলেই জানিয়েছে ব্যবসায়ীরা, একদিকে যেমন শাক সবজির দাম আকাশ ছোঁয়া সেই সময় দাঁড়িয়ে একমাত্র মুরগির মাংস এবং ডিম যা নিম্নবিত্ত মানুষের হাতে নাগালে রয়েছে পরিস্থিতি যদি ঠিক না হয় তাহলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের হাতের নাগালে বাইরে চলে যাবে মুরগির মাংস। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ব্যবসায়ীদের অনুরোধ পুলিশের এই হয়রানির বিরুদ্ধে কোনরকম ব্যবস্থা তিনি যাতে গ্রহণ করে।

শ্রমিক থেকে ট্রেনচালক, যাদের সাথে আলাপ করলেন রাহুল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাহুল গান্ধীর দুই বার ভারত জোড়ো যাত্রার পর লোকসভায় আসন দ্বিগুণ হয়েছে কংগ্রেসের। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পরেও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি এবং বিশেষ করে স্বল্প আয়ের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন রাহুল। দিল্লিতে শ্রমিক এবং ট্রেনের চালকদের সঙ্গে রাহুলের কথোপকথনের ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে অনলাইনমাধ্যমে। রাহুলেরই পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, এসব মানুষরা তাদের দৈনন্দিন জীবনযুদ্ধের কথা বলছেন। বলছেন, বাজারে আগুন দাম এবং দারির্দ্যের কথা। দশ বছর আগে কংগ্রেস জমানায় যে ঢের ভাল ছিল মানুষ, সেই দাবিও করতে শোনা যাচ্ছে।

রাহুল বলেছেন, 'আজকের ভারতে দিনমজুরি পাওয়া শ্রমিক থেকে সরকারি চাকুরিজীবী প্রত্যেকে চরম সঙ্কটের মধ্যে রয়েছেন। কারও সমস্যা মূল্যবৃদ্ধি, কারও বেকারত্ব। আবার সরকারের অবহেলার কারণেও অনেকে নাকাল হচ্ছেন।' এই বিষয়গুলি যে তারা সংসদে তুলতে চলেছেন এই আশ্বাস দিয়ে রাহুলের বক্তব্য, 'প্রতিটি মানুষের অধিকারের জন্য আমি আওয়াজ তুলব। ন্যায়বিচারের দাবি রাস্তা থেকে সংসদে নিয়ে যাব।'

চলতি মাসের গোড়ায় দিল্লি স্টেশনে ট্রেনচালকদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন রাহুল। তারা অভিযোগ জানিয়েছিলেন, যথেষ্ট সুবিধা না দিয়ে, দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে হয় তাঁদের। বিষয়টি নিয়ে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারকে নিশানা করেছেন রাহুল। প্রধানমন্ত্রী মোদীর সমালোচনা করে রাহুল বলেন, ট্রেনের ড্রাইভারদের নিজেদের জীবনই সম্পূর্ণ 'লাইনচ্যুত' হয়ে গিয়েছে বিজেপি জমানায়। বিষয়টিকে 'রেল ব্যবস্থার অগ্নিবীর' বলে ব্যঙ্গও করেছেন রাহুল। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে করা পোস্টে রাহুল জানিয়েছেন, ট্রেনচালকদের দিনে ১৪ ঘণ্টারও বেশি কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। কিন্তু রেলে সামান্য আলাদা শৌচাগারের সুবিধাও দেওয়া হচ্ছে না।

সিনেমার খবর

cinema TV

বিয়ে বাড়িতেই অমিতাভ-জয়ার পা ছুঁয়ে প্রণাম শাহরুখের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অনন্ত আম্বানি ও রাধিকা মার্চেন্টের হাই প্রোফাইল বিয়েতে হাজির ছিলেন অমিতাভ বচ্চন, জয়া বচ্চন, রজনীকান্ত, শাহরুখ খান-সহ অনেক তারকা। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে সেলিব্রিটিদের একে-অপরের সঙ্গে কাটানো একাধিক মুহূর্ত ভাইরাল হয়েছে। যার মধ্যে অবশ্যই আলাদা করে উল্লেখের দাবি রাখে শাহরুখ খানের সৌজন্যবোধ।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ শেয়ার করা একটি ভিডিওতে শাহরুখকে হাত জোড় করে রজনীকান্ত ও তার স্ত্রী লতাকে শুভেচ্ছা জানাতে দেখা যায়। এরপর আদিত্য ঠাকরে ও শচীন টেন্ডুলকারের সঙ্গেও করমর্দন করেন অভিনেতা। এরপর তিনি অমিতাভ বচ্চনের কাছে গিয়ে তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন। জয়া বচ্চনের সঙ্গেও একই কাজ করেন শাহরুখ। এরপর জয়ার সঙ্গে হাসিমুখে বেশ খানিকক্ষণ কথা বলতেও দেখা যায় তাকে।

শাহরুখ পরেছিলেন সবুজ পাঠানি শেরওয়ানি স্টাইলের সেট এবং বিডসের নেকপিস। ক্রিম ট্র্যাডিশনাল পোশাকে দেখা যায় অমিতাভকে। জয়া বেছে নিয়েছিলেন রঙিন জরদৌসি শাড়ি। রজনীকান্তকে ঐতিহ্যবাহী সাদা পোশাকে দেখা গিয়েছে, অন্যদিকে লতা একটি গেরুয়া এবং সবুজ শাড়ি পরেছিলেন।

রাধিকা এবং অনন্ত আম্বানির বিয়ের আসর বসেছিল মুম্বাইয়ের জিও ওয়ার্ল্ড কনভেনশন সেন্টারে। ১৩ জুলাই শনিবার শুভ আশীর্বাদ এবং ১৪ জুলাই মঙ্গল উৎসবের মধ্য দিয়ে চলবে সেলিব্রেশন। বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কিম কার্দাশিয়ান, খলে কার্দাশিয়ান, জন সিনা, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, নিক জোনাস, মহেশ বাবু, যশ, সালমান খান, অজয় দেবগান, ভিকি কৌশল, শহিদ কাপুর, রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট, ক্যাটরিনা কাইফ, দীপিকা পাড়ুকোন প্রমুখ।

ভাইরাল হওয়া একাধিক ভিডিওতে শাহরুখকে নাচ করতেও দেখা গেছে। কখনও নীতা আম্বানির সঙ্গে তো কখনও সালমান খানের সঙ্গে পা মেলান তিনি। শাহরুখ ছাড়াও খান পরিবার থেকে আরও এসেছিলেন স্ত্রী গৌরী ও মেয়ে সুহানা। অন্যদিকে পুরো বচ্চন পরিবার একসঙ্গে হাজির হয়েছিলেন আম্বানির ছোট ছেলের বিয়েতে। জয়া-অমিতাভের সঙ্গে ছিলেন মেয়ে শ্বেতা বচ্চন, জামাই নিখিল নন্দা ও মেয়ের ঘরের নাতি-নাতনি অগস্ত্য ও নব্যা। অভিষেক বচ্চনও আসেন মা-বাবার সঙ্গেই। তবে একসঙ্গে আসেননি ঐশ্বরিয়া আর আরাধ্যা। মা-মেয়ে পরে আসেন বিয়েতে, বচ্চনদের সঙ্গে কোনও ছবিই তোলেননি তারা।

ইমরান হাশমির কটাক্ষ
কঙ্গনা আজকাল আর পুরস্কার পান না

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউডে প্রায়ই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। চকচকে মঞ্চ, দুর্দান্ত নাচগান, ঝাঁকে ঝাঁকে তারকাদের দেখা মেলে এই সব অনুষ্ঠানে। কিন্তু যারা পুরস্কৃত হন তারা কতটা কাজের নিরিখে খেতাব পান আর কতটা দলবাজি করে, এই প্রসঙ্গে আলোচনা চিরন্তন।

এর আগে কঙ্গনাও এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, এই ধরনের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান কোনো কাজের নয়! এবার এই পুরস্কারকে কেন্দ্র করেই কঙ্গনা রানাওয়াতের কথার কটাক্ষ করে বসলেন ইমরান হাশমি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে হাশমিকেও প্রশ্ন করা হয় কঙ্গনার এই মন্তব্য উল্লেখ করে। তখনই কটাক্ষের সুরে অভিনেতা বলে বসেন, "কাজের নয় কেনো? কঙ্গনা আজকাল আর পুরস্কার পান না বলে!"

সহ-অভিনেত্রীর প্রতি কটাক্ষ করলেও অভিনেতা নিজেও এই ধরনের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানকে খুব কাজের বলে মনে করেন না। হাশমি নিজেও জানান, এই ধরনের অনুষ্ঠানে খুব একটা যান না তিনি। আরো বলেন, "আমি একবার একটা পুরস্কার পেয়েছিলাম তাই গিয়েছিলাম। তারপরে এই ধরনের পুরস্কারের নেপথ্যের খেলাটা বুঝতে শুরু করলাম।"

অভিনেতা আরো জানালেন, অনুষ্ঠানে পারফর্ম করার বিষয়টি অবশ্য আলাদা। কিন্তু উদ্যোক্তাদের জন্য পারফর্ম করলে যে পুরস্কার পাওয়া সহজ হয়, তার ইঙ্গিত খানিকটা সে দিকেই। পুরো বিষয়টিকে বিনিময় চুক্তির তকমা দিয়েছেন হাশমি।

এই ধরনের অনুষ্ঠানকে সরাসরি খারাপ না বললেও, কটাক্ষ করতে ছাড়েননি ইমরান। বলেন, "যারা নিজেদের বসার ঘর সাজাতে চান তারা অনুষ্ঠানে নাচগান করে পুরস্কার নিয়ে আসুক!" ভালো অভিনেতার খেতাবের নেপথ্যে যদি এই ধরনের বিনিময় চুক্তি থাকে তা হলে কী লাভ! "খুব ভালো অভিনয় করেছি, এই বলে নিজের পিঠ চাপড়াতে পারব না আমি! পুরস্কারের সঙ্গে সততা জড়িয়ে থাকতে হবে। না হলে ওই পুরস্কারের কোনো মূল্য থাকবে না।"

আম্বানির বিয়েতে এক ফ্রেমে বচ্চন পরিবার, মেয়েকে নিয়ে আলাদা এলেন ঐশ্বরিয়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের ধনকুবের মুকেশ আম্বানির ছেলে অনন্ত আম্বানি ও রাধিকা মার্চেন্টের বিয়ের আসরে সপরিবারে হাজির হয়েছেন বিগ বি অমিতাভ। তবে পরিবারের সঙ্গে দেখা যায়নি ঐশ্বরিয়া রাইকে। মেয়ে আরাধ্যকে নিয়ে আলাদাভাবে বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন তিনি। এমনকি পরিবারের সঙ্গে এক ফ্রেমে ছবিও তোলেননি ঐশ্বরিয়া।

ছেলে অভিষেক বচ্চন, মেয়ে শ্বেতা বচ্চন নন্দা, নাতনি নভ্যা নভেলি নন্দাসহ পুরো পরিবার নিয়ে জয়া বচ্চন ও অমিতাভ বচ্চন হাজির হয়েছিলেন রাধিকা-অনন্তর বিয়ের রেড কার্পেটে। তারা প্রত্যেকেই সেজে ছিলেন সোনালি রঙের পোশাকে।

তবে তাদের সঙ্গে ছিলেন না ঐশ্বরিয়া ও আরাধ্য। আলাদা করে মেয়ের হাত ধরে আম্বানিদের অনুষ্ঠানে এসে হাজির হন ঐশ্বরিয়া।

সাবেক বিশ্বসুন্দরীর পরনে ছিল সোনালি জরির কাজ করা লাল সালোয়ার স্যুট। চুল খোলা রেখে মাথায় পরেছিলেন টিকলি, সঙ্গে বেছে নিয়েছিলেন মানানসই গয়না ও লাল ভেলভেটের হ্যান্ডব্যাগ। অন্যদিকে, মেয়ে আরাধ্যা পরেছিল আকাশি রঙের সালোয়ার স্যুট।

মেয়েকে সঙ্গে করে ঐশ্বরিয়ার আলাদা করে অনুষ্ঠানে আসা বচ্চন পরিবারে ভাঙনের গুঞ্জনকে যেন আরও একটু উস্কে দিল।

প্রায় এক বছর ধরে দেশে-বিদেশে প্রাক-বিবাহ অনুষ্ঠান শেষে গতকাল রাতে সাতপাকে বাঁধা পড়লেন অনন্ত আম্বানি ও রাধিকা মার্চেন্ট। চার দিন ধরে চলবে এই বিয়ের অনুষ্ঠান।

এই দম্পতি ২০২৩ সালে অনুষ্ঠানিকভাবে বাগদান সারেন। তারপর তাদের দুটি প্রি-ওয়েডিং অনুষ্ঠান হয়। প্রথমটি ছিল গুজরাটের জামনগরে। সেই অনুষ্ঠানে বিল গেটস, মার্ক জাকারবার্গসহ বিশ্বের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত হয়েছিলেন। এই অনুষ্ঠানে পপতারকা রিহানা গান গেয়েছিলেন।

দ্বিতীয় প্রাক-বিবাহের অনুষ্ঠান হয় ইউরোপে, সেখানে একটি বিলাসবহুল জাহাজে চারদিন ধরে ভূমধ্যসাগরে ঘোরেন তারা। এতে ক্যাটি পেরি, ব্যাকস্ট্রিট বয়েজ এবং পিটবুল পারফর্ম করেন।

মুম্বাইতে সঙ্গীত অনুষ্ঠানে পারফর্ম করেছেন জাস্টিন বিবার। চার দিনব্যাপী মূল বিয়ের অনুষ্ঠানে অতিথির তালিকায় আছেন সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার ও বরিস জনসন, ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। আরও আছেন সৌদি আরামকোর সিইও আমিন এইচ নাসের এবং স্যামসাং ইলেকট্রনিক্সের চেয়ারম্যান জে ওয়াই লি। বিয়েতে অতিথি হয়ে আসছেন বক্সিং হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন মাইক টাইসন, ইউএস রেসলিং সুপারস্টার ও অভিনেতা জন সিনা, অভিনেতা জ্যঁ-ক্লদ ভ্যান ড্যামে, কিম কারদাশিয়ান ও ক্লোই কারদাশিয়ান।

বোল্ড লুকে ধরা দিলেন নুসরাত জাহান

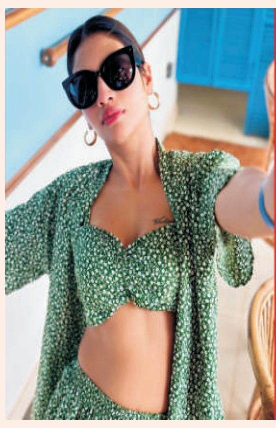

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিভিন্ন কারণেই আলোচিত ওপার বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী নুসরাত জাহান। সবসময় তিনি নিজেকে ভক্তদের মাঝে সবার থেকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করেন। বিভিন্ন সময় খোলামেলা পোশাকে হাজির হন। তার একটি চমৎকার দিক হলো, যেকোনো লুকে তিনি নজর কাড়েন।

সম্প্রতি ইন্সটাগ্রামে এ অভিনেত্রী খোলামেলা ৫টি ছবি ভক্ত-অনুরাগীদের মাঝে শেয়ার করেছেন। যেখানে ক্যাপশনে লিখেছেন, 'শেষের ছবিটি দেখুন, এটাই আমার আসল জিনিস।' এবার তারই ধারাবাহিকতায় নুসরাত জাহানকে সবুজ রঙের কো-অর্ড সেটে অনুরাগীদের মাঝে উষ্ণতা ছড়াতে দেখা গেলো।

খোলা শার্টে নিজেকে অন্যভাবে সাজিয়েছেন এ অভিনেত্রী। তাতে আবার রয়েছে সাদার কারুকাজ। ক্যামেরার সামনে একেবারে বোহেমিয়ান ভঙ্গিতে পোজ দিয়েছেন তিনি। আকর্ষণীয় এ পোশাকের সঙ্গে মিল রেখে হাতে পরেছের চুড়ি কানে দুল আর চোখে সানগ্লাস ! নুসরাত ভক্ত-অনুরাগীদের মাঝে আলাদাভাবেই নজর কেড়েছে। এ অভিনেত্রীর ঠোঁটে রয়েছে হালকা গোলাপি রঙের লিপস্টিক। চোখের চাহনি ও উষ্ণ হাসি যেন অনুরাগীদের ঘায়েল করে ফেলবে। নজরকাড়া এই লুক নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশ আলোচনা চলছে তাকে নিয়ে। প্রকাশ শর্মা নামে এক ভক্ত লিখেছেন, 'তুমি হাফপ্যান্ট পড়লে যে আমার কাছে তোমারে কতটা ভালো যা বলে বুঝাতে পারবো না।'

কুমার নামে আরেক ভক্ত মন্তব্য করেছেন, 'তোমার এ রূপের রহস্যের পেছনে কী রয়েছে? তোমার গোলাপি ঠোঁট টানাটানা চোখ আমাকে পাগল করে ফেলেছে, যদি কখনও সম্ভব হয় তোমার সঙ্গে দেখা করবো।' অনেকেই মজা করে লিখেছেন, তোমার হাত কাটা কেন? কার জন্য এত কষ্ট। উল্লেখ্য, ২০১০ সালে ফেয়ার ওয়ান মিস কলকাতা নামক একটি সৌন্দর্য প্রতিযোগীতায় বিজয়ী হয়েছিলেন নুসরাত। তার সৌন্দর্যের কারণে তিনি মডেলিং-এ সুযোগ পান। এরপর তিনি জিতের বিপরীতে এবং রাজ চক্রবর্তীর পরিচালনায় 'শত্রু' চলচ্চিত্রে অভিনয় করে ভক্ত ও অনুরাগীদের মন জায়গা করে নেন, তৈরি করেন নিজের পরিচিতি। এর প্রায় দুই বছর পর মুক্তি পায় দেবের বিপরীতে এবং রাজিব বিশ্বাস পরিচালিত তার দ্বিতীয় চলচ্চিত্র খোকা ৪২০। এই চলচ্চিত্রটি অত্যধিক জনপ্রিয়তা তাকে সাফল্যের অন্যতম শিখরে নিয়ে যায়। এরপর মুক্তি পায় অঙ্কুশ হাজরার বিপরীতে খিলাড়ি। ৩টি সিনেমাই প্রযোজনা করে এসকে মুভিজ।

১৫ দিনে হাজার কোটির ঘরে 'কল্কি'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বক্স অফিসে দাপট দেখাচ্ছে গত ২৭ জুন মুক্তি পাওয়া নাগ অশ্বিন পরিচালিত 'কল্কি ২৮৯৮ এডি'। মুক্তির ১৫তম দিনে এসে নতুন মাইলফলক ছুঁয়েছে ছবি। প্রভাস, দীপিকা পাড়ুকোন, অমিতাভ বচ্চন ও কমল হাসান অভিনীত এই ছবি মুক্তির ১৫ দিনে বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে এক হাজার কোটি রুপি আয়ের মাইলফলক গড়েছে। 'কল্কি' তেলেগু, তামিল, মালয়ালম, কন্নড় ও হিন্দি ভাষায় মুক্তি পেয়েছে। ছবিতে প্রভাসকে ভৈরব নামের একটি চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যায়, দীপিকাকে 'এসইউ-এম৮০' ওরফে সুমতি নামের এক অন্তঃসত্ত্বা নারীর ভূমিকায় দেখা গেছে। অমিতাভ অশ্বত্থামার চরিত্রে ও কমল হাসানকে দেখা গেছে সুপ্রিম ইয়াসকিনের চরিত্রে। কল্কি-তে প্রথমবার প্রভাস-দীপিকা জুটিও দর্শকের পছন্দ হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি চরিত্র দর্শকের মনে দাগ কেটেছে। বিশেষ করে বেবি বাম্প আগলে আগুনের উপর দিয়ে দীপিকার হেঁটে যাওয়ার সেই মুহূর্ত দেখে দর্শক একেবারে থ। অমিতাভ, প্রভাসের পাশাপাশি বাঙালি অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়েরও দর্শকের দরবারে দারুণ প্রশংসিত। ছবির সাফল্যের মাঝেই সিনেমার দ্বিতীয় ভাগ নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করে দিয়েছেন নির্মাতারা।

সম্প্রতি এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন পরিচালক নাগ অশ্বিন। তিনি জানিয়েছেন, 'এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। প্রচুর অ্যাকশন এবং ব্যাকস্টোরি রয়েছে, যা এখনও দেখানো হয়নি এবং সেগুলি সিক্যুয়ালে থাকবে। আমাদের এখনও অনেক শুটিং বাকি আছে, এমনকী নতুন চরিত্রের জন্য কাস্টিংও বাকি আছে।'

এই ছবিতে অভিনয় করেছেন অমিতাভ বচ্চন, কমল হাসান, দীপিকা পাড়ুকোন, প্রভাস, দিশা পাটানি, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়রা। ছবিতে প্রধান চরিত্র - ভৈরব (প্রভাস), এসইউ-এম ৮০ (দীপিকা), অশ্বত্থামা (অমিতাভ) এবং সুপ্রিম ইয়াসকিন (কামাল) চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

অ্যান্ডারসনের চেয়ে বেশি সতীর্থ আছে কার?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জেমস অ্যান্ডারসন আপনাকে অবাক করেন নানানভাবে। বল হাতে কারিশমায় তো বটেই। ৭০৪ টেস্ট উইকেট, ১৮৮ ম্যাচ, তার সঙ্গে জুড়ে থাকা এসব সংখ্যায়ও যে অবাক না হয়ে উপায় নেই। একজন পেস বোলার হয়েও কীভাবে ২১ বছরের টেস্ট ক্যারিয়ার গড়তে পারলেন, বিস্ময়ের ঘোর কাটে না যেন, অবিশ্বাসই হাজির হয়ে যায়। ইংলিশ এই কিংবদন্তিকে নিয়ে আরেকটি চমকপ্রদ তথ্য হচ্ছে- তার সতীর্থ সংখ্যা ১০৯! হ্যাঁ, ১০৯ জন ইংলিশ ক্রিকেটারের সৌভাগ্য হয়েছে তার সঙ্গে টেস্টের মঞ্চে নামার।

এত বেশি সতীর্থ! অন্য কোন ক্রিকেটারের তা আছে কিনা, প্রশ্নটি আপনার মাথায় আসতে পারে। উত্তর খুঁজতে গিয়ে একজন ক্রিকেটার আপনার ভাবনায় আসতে পারেন। শচীন টেন্ডুলকারের ম্যাচ সংখ্যা জানা থাকলে তাকেই এগিয়ে রাখবেন। এমনটা করে থাকলে আপনি ভুল ভাবেননি। তবে দুইশটি টেস্ট খেলা শচীনের সতীর্থ সংখ্যা অ্যান্ডারসনের থেকে মাত্র এক বেশি। ভারতের কিংবদন্তির সঙ্গে সাদা পোশাকে ১১০ জন ভারতীয় মাঠে নামতে পেরেছেন।

এত সতীর্থ পেতে হলে দীর্ঘ ক্যারিয়ার থাকা চাই। টেস্ট ক্রিকেটে ১৪০টির বেশি ম্যাচ খেলেছেন যারা, তাদের সতীর্থের সংখ্যা তাহলে দেখা যাক।

টেস্টের ইতিহাসে তৃতীয় সর্বোচ্চ ১৬৮টি টেস্ট খেলেছেন রিকি পন্টিং। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক তার ক্যারিয়ারে ৮২ জন অজিকে নিয়ে নেমেছেন সাদা পোশাকের লড়াইয়ে। তার স্বদেশী স্টিভ ওয়াহ সমান ম্যাচই খেলেছেন। তবে অজিদের নেতৃত্ব দেওয়া ওয়াহ ৭০ জনের বেশি সতীর্থ পাননি টেস্টের ময়দানে। তাদের পূর্বের নেতা অ্যালান বোর্ডারে ১৫৬ ম্যাচের ক্যারিয়ারে ৮৫ জন অজির সঙ্গ পেয়েছেন লাল বলের ক্রিকেটে।

স্যার অ্যালিস্টার কুক ও স্টুয়ার্ট ব্রড- ইংল্যান্ডের এই দুই কিংবদন্তি খেলেছেন ১৬০টির বেশি ম্যাচ। তাদের দুজনের আগে শুরু করে পরে শেষ করেছেন অ্যান্ডারসন, সতীর্থ সংখ্যায় তাকে কি টেক্কা দিতে পারলেন তারা? ১৬৭ টেস্ট খেলা ব্রড পেয়েছেন ৮৩ জন সতীর্থ। কুকের বেলায় সংখ্যাটা মাত্র ৭৪।

শচীন ও অ্যান্ডারসন বাদে আর কারো একশজন সতীর্থ পাওয়ার ভাগ্য হয়নি ভাবছেন? আছেন একজন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের শিবনারায়ণ চন্দরপল ১৬৪ টেস্টের ক্যারিয়ারে খেলেছেন ১০৫ জন ক্যারিবিয়ানের সঙ্গে। তার থেকে এক ম্যাচ বেশি খেলা জ্যাক ক্যালিসের সতীর্থের সংখ্যা আবার মাত্র ৬৫। ক্যালিসের সময়েই ক্যারিয়ার চলমান ছিলো মার্ক বাউচারের। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে খেলা ১৪৬ টেস্টে এই উইকেটরক্ষক ব্যাটারও পাননি ৫৯ জনের বেশি সতীর্থ।

রাহুল দ্রাবিড় ১৬৪ টেস্ট খেলেই তবে থেমেছেন। তার লম্বা ক্যারিয়ারে ভারতের হয়ে খেলেছেন আরও ৮৪ জন। মাহেলা জয়াবর্ধনে, শেন ওয়ার্ন, জো রুট- প্রত্যেকের খেলা টেস্টের সংখ্যা ১৪০ থেকে ১৫০ এর মধ্যেই থেকেছে। জয়াবর্ধনে ৭৫ জন ক্রিকেটারের সঙ্গে ড্রেসিংরুম ভাগাভাগি করেছেন। কিন্তু ওয়ার্ন নিজের দলে পেয়েছেন মাত্র ৫৮ জন ভিন্ন অজিকে। এই তালিকার মধ্যে একমাত্র রুটই অবসর নেননি এখনো। তার ৭৭ জন সতীর্থের সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা আছে তাই। তবে অ্যান্ডারসন ও শচীনের সঙ্গে তার ফারাক বিস্তর!

যে কোচের অধীনে খেলে বিদায় নিলেন অ্যান্ডারসন, সেই ব্রেন্ডন ম্যাককালামের টেস্ট ক্যারিয়ার শুরু হয়েছে তার পরে। আর শেষ হয়েছে ৪২ ছুঁই ছুঁই বয়সে অবসরে যাওয়া অ্যান্ডারসনের কত আগেই! ক্রিকেটের ময়দানে তার দীর্ঘায়ু বোঝাতে এমন অনেক উদাহরণই রয়েছে। অন্য সবকিছুর সঙ্গে সতীর্থ সংখ্যাটাও চাইলে আপনি ব্যবহার করতে পারেন।

ভারতকে বাদ দিয়েই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারত-পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যা নতুন কিছুই না। তবে বিগত এক যুগে খেলার মাঠেও পৌঁছেছে বৈরী এই সম্পর্ক। ২০১৩ সালের পর কোনো দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলেনি দল দুটি। অন্যদিকে নিরাপত্তা ইস্যুতে ১৫ বছর ধরে পাকিস্তানে খেলতে যায় না ভারত। তবে আইসিসি ও এসিসির যেকোনো ইভেন্টে প্রায়ই দল দুটির লড়াই দেখা যায়।

এবার পাকিস্তানে খেলতে হতে পারে ম্যান ইন ব্লুদের। কেননা, পাকিস্তানের মাটিতে অনুষ্ঠিত হবে ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। তবে সেখানে যেতে আপত্তি টি-টোয়েন্টি বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের। সবশেষ এশিয়া কাপের মতই হাইব্রিড মডেলের প্রস্তাব দিয়েছে বিসিসিআই। কিন্তু এই প্রস্তাবে সম্মত না পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। পিসিবির মন্তব্য, ভারত খেলতে না গেলে তাদের ছাড়াই আইসিসির অনুমতি নিয়ে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি আয়োজন করবে পাকিস্তান।

এদিকে বোর্ড অব কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়ার (বিসিসিআই) বরাতে দেশটির গণমাধ্যম এএনআই জানিয়েছে, বিসিসিআই চাচ্ছে এশিয়া কাপের মতো নিজেদের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কা কিংবা দুবাইয়ে খেলতে। মূলত গত এশিয়া কাপের আয়োজকও ছিল পাকিস্তান। ভারত দেশটিতে যেতে না চাওয়ায় হাইব্রিড মডেলে গড়ায় ৬ জাতির এই টুর্নামেন্ট। ফলে পাকিস্তানকে লোকসান গুনতে হয়েছিল। কিন্তু এবার সেই ভুল করতে চায় না পাকিস্তান। ভারতকে দেশটিতে খেলানোর জন্য বাড়তি নিরাপত্তা দেওয়াসহ তাদের সবগুলো ম্যাচ লাহোরে অনুষ্ঠিত হওয়ার নিশ্চয়তা দিয়েছে পিসিবি। কিন্তু এতেও রাজি না ভারত। পাকিস্তানের মাটিতে পা না রাখতে অনড় অবস্থানে রোহিত-কোহলিরা। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, আইসিসি এবার ভারতের দাবির কাছে নতিস্বীকার করবে না। শেষ পর্যন্ত ভারত যদি পাকিস্তানে খেলতে নাই যায়, আর আইসিসি যদি পাকিস্তানের প্রস্তাব মেনে নেয়; তাহলে ভারতকে বাদ দিয়েই মাঠে গড়াবে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। ফলে ভারতের জায়গায় চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে শ্রীলঙ্কা। আর ভারতকে বাদ দিয়ে শ্রীলঙ্কাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ৮ দল নিয়েই নিজেদের মাটিতে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি আয়োজনের কথা ভাবছে পিসিবি।

শাস্তি হতে পারে উরুগুয়ের ১০ ফুটবলারের!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কলম্বিয়া-উরুগুয়ের মধ্যকার সেমিফাইনালের ম্যাচ শেষে অশোভনীয় এ চিত্রনাট্য মঞ্চস্থ হয়েছে ব্যাংক অব আমেরিকা স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে। কলম্বিয়ার ভক্তদের মারধরের অভিযোগ উঠেছে উরুগুয়ের ফুটবলারদের বিরুদ্ধে।

মাঠের এ বাজে ঘটনা নিয়ে তদন্তে নেমেছে দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা কনমেবল। আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস বলছে, কনমেবল তদন্ত করছে উরুগুয়ের ১০ ফুটবলারের বিরুদ্ধে।

উড়তে থাকা উরুগুয়েকে ১-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে নাম লেখে কলম্বিয়া। কোপা আমেরিকার শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচের টিকিট নিশ্চিত হতেই মাঠের খুব কাছে গ্যালারিতে জটলার সৃষ্টি হয়। ফুটেজে দেখা যায়, সেখানে কলম্বিয়ার সমর্থকদের পেটাচ্ছেন উরুগুয়ের ফুটবলাররা। উরুগুয়ের তারকা স্ট্রাইকার দারউইন নুনিয়েজ মারামারির ওই ঘটনায় ছিলেন অগ্রগামী।

কলম্বিয়ার সমর্থকদের তাজ্জব বানিয়ে একের পর এক ঘুসি মেরে যাচ্ছেন। তবে তার বেশির ভাগ ঘুসি কারও গায়ে লাগেনি। চোট নিয়ে সেমিফাইনালে দর্শক হয়ে থাকা উরুগুয়ে সেন্টারব্যাক রোনাল্ড আরাউহো মারধরের সময় নুনিয়েজের সঙ্গে ছিলেন। সতীর্থের মতো তিনি নিজেও পুরোদস্তুর এক বক্সার বনে গিয়েছিলেন।

উরুগুয়ে রক্ষণভাগের ফুটবলার হোসে মারিয়া হিমিনেজ কলম্বিয়ার সমর্থকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, 'গ্যালারির ওই অংশে উরুগুয়ের ফুটবলারদের পরিবারের সদস্যরা বসে ছিলেন। অনেকের সঙ্গে বাচ্চাও ছিল। কলম্বিয়ার সমর্থকরা তাদের সঙ্গে আক্রমণাত্মক আচরণ করেন। এ ঘটনা থেকেই মারামারি শুরু। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি শান্ত করে। এ ঘটনার আগে ম্যাচ শেষে মাঠেই তর্কে জড়িয়ে পড়েন কলম্বিয়া-উরুগুয়ের খেলোয়াড়ার ও স্টাফরা।

কনমেবল এক বিবৃতি জানায়, 'ম্যাচের পরের সহিংস ঘটনাটি পর্যায়ক্রমিকভাবে বুঝতে এবং জড়িতদের দায়দায়িত্বের ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে কনমেবল। বৈশ্বিক এ ফুটবল উৎসবের ক্ষতি করে এমন কোনো কাজ সহ্য করা হবে না, সে বিষয়টি আমরা পুনর্ব্যক্ত করে সতর্ক করছি। প্যাশনকে সহিংসতায় রূপান্তর করবে এমন ঘটনা অগ্রহণযোগ্য। এ প্রতিযোগিতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন কোনো আচরণ সহ্য করা হবে না।'

কিছু না জিতলেও

'বাবরই কিং', বলছেন হাসান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দলে বাবর আজমকে ডাকা হয় কিং বলে। কিং কাজটা করে ফেলবেন, পাকিস্তানের তারকা ব্যাটারকে নিয়ে দলে সেই বিশ্বাস থাকে। এসব কথা বলেছিলেন হাসান আলী। এরপর বাবরের পড়তি পারফরম্যান্স তাকে অনেক ট্রলের শিকার বানিয়েছে। তবে ডানহাতি এই পেসার এখনো তার কথায় অনড়। একইসঙ্গে যদিও বলেছেন, পাকিস্তানের অধিনায়কের শিরোপা জেতা উচিত।

একসময় পাকিস্তান দলের নিয়মিত সদস্য ছিলেন হাসান। শেষ কয়েক বছরে অবশ্য গুরুত্ব হারিয়েছেন তিনি। সম্প্রতি পাকিস্তানের একটি গণমাধ্যমে তিনি বাবরকে নিয়ে বলেন, 'আমি এটা নিশ্চিতভাবেই দেখেছি ওইদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমাকে কত গালি দেওয়া হচ্ছে। কিং করে দিবে, আমি এটা বলার কারণে। সে আমার কাছে কিং। পাকিস্তান ক্রিকেটের কিং, তা সবসময়ই সে থাকবে যে মাপের ব্যাটসম্যান। আমি জানি, হয়তো মানুষজন আবার গালি দিবে। আবার খারাপ কথা বলবে আমাকে নিয়ে। কিন্তু সে পাকিস্তানের সেরা ব্যাটসম্যান। সেটা ও প্রমাণ করেছে।'

পাকিস্তানের হয়ে সাদা বলে একশর বেশি ম্যাচ খেলা হাসান আরও বলেন, 'আমি জানি, সে (বাবর) কিছু জিতেনি, তার জেতা উচিত। অধিনায়ক হিসেবে, ব্যাটার হিসেবে, পাকিস্তানের হয়ে তার ট্রফি জেতা উচিত। পাকিস্তানের জন্য সিরিজ জেতা উচিত। কিন্তু সে-ই সেরা।'

বাবরের নেতৃত্বে ৪৭টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন হাসান। তার অধিনায়ককে নিয়ে তিনি প্রশংসার ডালাই মেলে দেন, 'ব্যাট হাতে সব জায়গায় সে পারফরম্যান্স দিয়েছে। শুধু আমার মনে হয়, ভারতে আমরা একবার গিয়েছিলাম (২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে), ওখানে সে শতক করতে পারেনি। আমরা ফ্যাব ফোর শুনতাম, বাবর আজমের কারণে ফ্যাব ফাইভ হয়েছে। বাবর ফ্যাব ফাইভের পঞ্চম খেলোয়াড়। বাবর আজম প্রমাণ করেছে। আমি এখনো বলব- সে কিং। সে করেছে (পারফরম্যান্স), আশা করি আরো উন্নতি করে সেটা চালিয়ে যাবে।

চলতি বছরে মাত্র দুটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন হাসান। জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্টের পর আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলতে পেরেছেন একটি। ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের স্কোয়াডে জায়গা হয়নি তার।

পাওলিনিকে হারিয়ে

উইম্বলডনের নতুন রানী ক্রেইচিকোভা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নতুন রানী পাওয়া অবধারিতই ছিল। কারণ, দুজনের কেউই আগে উইম্বলডনের শিরোপা জেতা তো দূরে থাক, ফাইনালেও উঠতে পারেননি। সেরা হওয়ার মঞ্চে তাদের মধ্যে হলো জমজমাট লড়াই। শেষমেশ জিতলেন চেক প্রজাতন্ত্রের বারবোরা ক্রেইচিকোভা। ইতালির জেসমিন পাওলিনিকে পেছনে ফেলে তিনি হলেন চ্যাম্পিয়ন।

শনিবার সেন্টার কোর্টে উইম্বলডনের নারী এককের ফাইনালে ২-১ সেটে জিতেছেন ২৮ বছর বয়সী ক্রেইচিকোভা। প্রথম সেট ৬-২ গেমে নিজের করে নিয়ে উজ্জীবিত সূচনা করেন তিনি। কিন্তু সেই ধার বজায় থাকেনি পরের সেটে। দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে ৬-২ গেমেই জয় আদায় করে নেন পাওলিনি। ১-১ সমতার কারণে ম্যাচ গড়ায় তৃতীয় সেটে। সেখানে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ৬-৪ গেমে জিতে উদযাপনে মাতেন ক্রেইচিকোভা।

তিন বছরের ব্যবধানে ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় গ্র্যান্ডস্ল্যামের স্বাদ পেলেন ক্রেইচিকোভা। আগেরটি জিতেছিলেন ২০২১ সালে। সেবার ফরাসি ওপেনের ফাইনালে আনাস্তাসিয়া পাভলিউচেঙ্কোভাকে হারিয়েছিলেন তিনি। তার নৈপুণ্যে টানা দ্বিতীয়বারের মতো উইম্বলডনের নারী এককের শিরোপা গেল চেকদের মালিকানায়। গত বছর চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন দেশটির মার্কেতা ভন্দ্রুসোভা।

২৮ বছর বয়সী পাওলিনির গ্র্যান্ডস্ল্যাম জয়ের অপেক্ষা আরও বাড়ল। দ্বিতীয় প্রচেষ্টাতেও ব্যর্থ হলেন তিনি। গত মাসে ফরাসি ওপেনের ফাইনালে তাকে হারিয়েছিলেন ইগা সিওনতেক। তবে পাওলিনি গর্বিত হতেই পারেন। এবারের আসরের আগে উইম্বলডনে একটি ম্যাচও জেতার অভিজ্ঞতা ছিল না তার। প্রত্যাশাকে ছাপিয়েই ক্রেইচিকোভা ও পাওলিনি ওঠেন ফাইনালে। এমন অর্জনে আগামী সোমবার প্রকাশ হতে যাওয়া নতুন র‍্যাঙ্কিংয়ে সুখবর পাচ্ছেন তারা। চ্যাম্পিয়ন ক্রেইচিকোভা ২২ ধাপ এগিয়ে উঠবেন ১০ নম্বরে। রানার্সআপ পাওলিনির উন্নতি হবে দুই ধাপ। তিনি সপ্তম স্থান থেকে পঞ্চম স্থানে যাবেন।

একদিন বার্সেলোনা ছাড়ার কারণ জানাবেন সিমন্স

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তারকা খ্যাতি পেয়েছেন লা মাসিয়ায় থাকাকালীন সময়েই। কিন্তু সিনিয়র দলে অভিষেকের আগেই বার্সেলোনা ছাড়েন জাভি সিমন্স। যোগ দেন পিএসজিতে। সেখানে অবশ্য সুবিধা করে উঠতে পারেননি। ধারে খেলে যাচ্ছেন অন্য ক্লাবে। তবে কেন বার্সেলোনা ছেড়েছিলেন এ বিষয়টি এখনও অজানাই রয়ে গেছে। যদিও গুঞ্জন রয়েছে অনেক। তবে একদিন সবকিছু খোলাসা করবেন বলে জানিয়েছিলেন ২১ বছর বয়সী এই তরুণ।

জার্মানির ডর্টমুন্ডে বুধবার রাতে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে এগিয়ে থেকেও ইংল্যান্ডের কাছে ১-২ গোলের ব্যবধানে হেরে গেছে নেদারল্যান্ডস। ম্যাচের শুরুতেই এই সিমন্সের দুর্দান্ত এক গোলে এগিয়ে যায় ডাচরা। কিন্তু সেই লিড ধরে রাখতে পারেনি বেশিক্ষণ। বিতর্কিত এক পেনাল্টি গোলে সমতা ফিরে। এরপর ম্যাচের যোগ করা সময়ে ওলি ওয়াটকিন্সের গোলে হারতেই হয় তাদের।

চোটের কারণে এবারের ইউরোতে খেলতে পারেননি বার্সেলোনার আরেক তারকা ফ্র্যাঙ্কি ডি ইয়ং। তার অনুপস্থিতিতে শুরুর একাদশে সুযোগ পেয়ে নিজেকে প্রমাণ করেন সিমন্স। যদিও ফাইনালের স্বপ্ন অধরায় রয়ে গেছে তাদের। ম্যাচ শেষে হারের ব্যাখ্যায় এই তরুণ বলেন, 'এটাই ফুটবল। আমরা শক্তি নিয়ে খেলেছি, তাদের ওপর চাপ দিয়েছি, যা তাদের অস্বস্তিকর করে তুলেছিল, কিন্তু তারা শেষ মুহূর্তে গোল করেছে।'

ডাচদের ইউরো মিশন শেষ হয়ে যাওয়ায় এবার ছুটিতে যাওয়ার সুযোগ মিলেছে সিমন্সের। তবে এখনও ক্লাব পর্যায়ে নিজের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়নি তার। লাইপজিগে ধারে এক মৌসুম দারুণ কাটানোর পর পিএসজিতে ফিরেছেন তিনি। যদিও ক্লাবটিতে থাকতে চাইছেন না বলেই গুঞ্জন। খুব শীগগিরই হয়তো পিএসজি কোচ লুইস এনরিকের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনায় বসবেন তিনি।

তবে প্রতিদিনই নিত্য নতুন গুঞ্জন উঠেছে আসছে। বার্সেলোনাতেই ফেরার গুঞ্জনও রয়েছে। যেখানে আবার বাধা ক্লাব মালিক নাসের আল খেলাইফি। অন্য যে কোনো ক্লাবে তাকে যেতে দিলেও বার্সায় যেতে দিবেন না তিনি। তবে গুঞ্জন নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই সিমন্স, 'মানুষ কথা বলতে পারে এবং তারা যা চায় তা বলতে পারে। এতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি জানি আমার স্বপ্ন কী এবং আমি সেগুলো অর্জন করতে যাচ্ছি।'

উঠে আসে বার্সেলোনা ছাড়ার প্রসঙ্গও। উত্তরে এই তরুণ বলেন, 'আমি এমন একজন ছেলে যে আমার স্বপ্ন পূরণের জন্য প্রতিদিন কাজ করি। লোকেদের মতামত থাকতে পারে। তবে তারা যা বলে তা সত্য নয়। একদিন আমি যা কিছু ঘটেছে সে সম্পর্কে কথা বলব। অনেক লোক আছে যারা আমাকে সমর্থন করেছে এবং আমার উপর বাজি রেখেছে।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR